দৈনিক ইনকিলাব

172

তারিখ ... 23 APR 1998 ..
পৃষ্ঠা .. ১৮ কলাম ৩.....

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গুজবের মধ্য দিয়ে

ইতিহাস ব্যবসা পদ্ধতি ও পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষা গৃহীত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সংবাদ ও প্রশ্ন ফাঁসের গুজবের মধ্য দিয়ে গতকাল ইতিহাস, ব্যবসা পদ্ধতি ও পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত থাকায় বিজি প্রেসের দু'জন কর্মচারী কামাল উদ্দিন এবং আবুল হাসেমকে পুলিশ বিজি প্রেস থেকে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে।

ব্যাপক নকলের মধ্য দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস, প্রশ্ন ফাঁসের গুজব এবং দৈনিক জনকণ্ঠে অংক পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন এবং ব্যাপক নকলের কারণে গতকালের পরীক্ষায় নকলের জন্য বহিষ্কারের বিষয়টি গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী গতকাল পাঁচ বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের অভিযোগে ৭ শতাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১৯৬, রাজশাহী বোর্ডে ২৮৩, কুমিল্লা বোর্ডে ৮৯, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৯২ এবং যশোর বোর্ডে ৪৫ জন।

ঢাকার একটি কেন্দ্র

সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহারকে কেন্দ্র করে গতকাল পশ্চিম ধানমন্ডির ইউসুফ হাই স্কুল কেন্দ্রে অপ্রত্যাশিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে জনৈক পরীক্ষার্থীর পিতা অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে তিনি বলেন, পরীক্ষার্থীরা গতকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার সময় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহারকে কেন্দ্র করে উক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কেন্দ্র প্রধান পরীক্ষার হলে ঢুকে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না বলে ঘোষণা দেন। এ অবস্থায় পরীক্ষার্থীরা পড়ে বিপাকে। পরীক্ষার্থীরা বিষয়টি তাদের অভিভাবকদের নিকট জানালে যেখানে যত দামই হউক না কেন সে দামেই তারা সাধারণ ক্যালকুলেটর ক্রয় করে নিয়ে এসে পরীক্ষার হলে পৌঁছানোর পর কেন্দ্র প্রধান আবার ঘোষণা দেন 'শুধুমাত্র আজকের (বুধবার) জন্য সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে ব্যবহার করা যাবে না।'

এমতাবস্থায় অভিভাবকের প্রশ্ন সকল কেন্দ্রেই কি এ অবস্থা হয়েছে? না হলে এভাবে বিপত্তি ঘটানো হল কেন?